তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর :৩৭৮৯

**স্মার্ট বাংলাদেশ হতে হলে প্রতিটি নাগরিকের সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে**

 **- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ হতে হলে প্রতিটি নাগরিকের সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

এনডিডি ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আ ফ ম রুহুল হক, সমাজকল্যাণ সচিব মোঃ খায়রুল আলম সেখ ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রুহুল আমিন।

মন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নানা কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হন। সে কারণে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক
আ ফ ম রুহুল হক বলেন, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে পরিবার ও সমাজকে সচেতন করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও কর্মক্ষমতা আছে। যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা কাজে লাগাতে হবে।

পরে মন্ত্রী ডাউন সিনড্রোম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হাতে অনুদান বিতরণ করেন।

#

জাকির /পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৮৮

**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রীর সাথে জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ) :

 আজ সচিবালয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসানের সাথে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি সাক্ষাৎ করেছেন। রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় নাজমুল হাসানকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। একই সাথে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে দীর্ঘদিন যাবত সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ায় রাষ্ট্রদূত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রীর প্রশংসা করেন।

 তারা দুই দেশের মধ্যে যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

 রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের সাথে জাপানের চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। জাপান ক্রীড়া ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে সাহায্য করতে চাই। এ বছরই জাপান বিকেএসপিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ফুটবল কোচ প্রেরণ করবে। আমরা আজ দুই দেশের বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে বাংলাদেশকে ১০০টি ভলিবল ও ৫০টি ফুটবল প্রদান করছি।

 যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী জাপানের রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন ফুটবল এবং ক্রিকেট বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি খেলা। এছাড়াও আর্চারি, শুটিং, হকি, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, কাবাডি বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় খেলা। জুডো ক্যারাতে, জিমন্যাস্টিক, ভলিবলে বাংলাদেশ ভালো করছে। আমরা এ বছরই ঢাকাতে কমনওয়েলথ কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করবো।

 অলিম্পিক গেমসেও ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জানিয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী বলেন, জাপান চাইলে বাংলাদেশ জাপানে ক্রিকেট উন্নয়নে সহযোগিতা করতে চাই। জাপান বাংলাদেশ থেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ক্রিকেট কোচ নিতে পারে। একইসাথে তিনি রাষ্ট্রদূতকে জাপান থেকে বাংলাদেশের ফুটবল উন্নয়নে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ফুটবল কোচ প্রেরণের আহ্বান জানান।

 বৈঠক শেষে রাষ্ট্রদূত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রীর নিকট জাপানের পক্ষ থেকে ১০০ টি ভলিবল ও ৫০টি ফুটবল বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ হস্তান্তর করেন। এ সময় যুব ও ক্রীড়া সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদসহ মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

 তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৮৭

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলতে শিশুদের পরামর্শ দিলেন আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলতে শিশুদের পরামর্শ দিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

 আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত সরকারি শিশু পরিবারে (বালিকা) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় শিশুদের এই পরামর্শ দেন মন্ত্রী।

 বঙ্গবন্ধু শিশুদের অনেক ভালোবাসতেন জানিয়ে শিশুদের উদ্দেশ্যে আইনমন্ত্রী বলেন, তোমাদের আজকে গড়ে উঠতে হবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে। তোমরা যদি বাংলাদেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে যাও, যেটা জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তোমাদের সেইভাবে গড়ে উঠতে হবে। আমি আশা করবো, তোমরা সেভাবে গড়ে উঠবে।

 মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। অনেক ছোটবেলা থেকে তিনি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার ও স্বাধিকারের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এজন্য ওনাকে বহুবার জেল খাটতে হয়েছে।

 আনিসুল হক আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দিয়ে গেছেন। ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য।

 এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী, যুগ্ম সচিব বিকাশ কুমার সাহাসহ আইন মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ঢাকা সমাজসেবা কার্যালয়ের পরিচালক আয়েশা আক্তার, ঢাকা জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক রকনুল হক প্রমুখ।

#

রেজাউল/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৭৮৬

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামের খেদমতে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন**

 **-ধর্মমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামের খেদমতে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন।

আজ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বেসরকারি টিভি চ্যানেল এটিএন নিউজ আয়োজিত ফ্রেশ ইসলামিক অলিম্পিয়াডের গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠানে ধর্মমন্ত্রী একথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরপরই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের খেদমতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এর সুফল জাতি এখন ভোগ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইসলামের ঐতিহ্য ও ইসলামি জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এটিএন নিউজের উদ্যোগকে ব্যতিক্রমী হিসেবে উল্লেখ করে ধর্মমন্ত্রী বলেন, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীগণ সঙ্গতকারণেই ইসলামি জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এই সুযোগটি কম। এসকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে এটিএন নিউজ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকেও এরূপ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

অন্যান্যের মধ্যে এটিএন নিউজের নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন বক্তব্য প্রদান করেন।

পরে মন্ত্রী বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

#

আবুবকর/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৭৮৫

**শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ):

২৯ মার্চ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ৩য় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) ২১ টি জেলার লিখিত পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আজ সকালে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জানানো হয়, সকাল ১০টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টা এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের সকাল সাড়ে ৮ টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।

সভায় জানানো হয়, ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে অসদুপায় অবলম্বন ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কেউ এ ধরনের অপচেষ্টায় জড়িত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তৃতীয় পর্বে মোট পরীক্ষার্থী ৩ লাখ ৪৯ হাজার ২৯৩ জন, পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৪১৪টি, কক্ষের সংখ্যা ৭ হাজার ৫ শত ৫৭টি।

সভায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব দিলীপ কুমার বণিক, মোছা. নুরজাহান খাতুন, মাসুদ আকতার খানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম পর্বের (বরিশাল, সিলেট, রংপুর বিভাগ) লিখিত পরীক্ষা গত ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। ২০ ডিসেম্বর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষা গত ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রথমপর্বের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়। গত ০২ ফেব্রুয়ারি ২য় ধাপের (রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ বিভাগ) লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০ ফেব্রুয়ারি-২০২৪ লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।

#

মাহবুবুর/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯০৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৮৪

**পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ‘বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি’ ও ‘জাতিসংঘ নারী’ প্রতিনিধির সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ) :

 বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (World Food Programme) কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রতিনিধি ডোমেনিকো স্কালপেলি (Domenico Scalpelli) এবং জাতিসংঘ নারী (UN Women) সংস্থার কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ গীতাঞ্জলি সিং (Gitanjali Singh) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

 বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৃথক সৌজন্য সাক্ষাতে দুই কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভের সাথে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও নারী উন্নয়ন বিষয়ে বিশদ মতবিনিময় করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

 দেশে উৎপাদিত শস্য ও খাদ্য গ্রহণে মানুষকে উৎসাহিত করা ও জনসচেতনতা বাড়াতে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতিনিধিকে সেমিনার ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি হাতে নিতে আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 সেইসাথে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বিশ্বের সর্বোচ্চ জনঘনত্ব আর সর্বনিম্ন মাথাপিছু জমির বাংলাদেশে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে আবাদযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের বিকল্প নেই। মালিকানা চিহ্নিত করতে জমির মধ্যে 'আল' দেওয়ায় বহু জমি চাষের আওতা থেকে বাদ পড়ে যায়। এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার বিষয়েও ডব্লিউএফপি’কে উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন মন্ত্রী।

 ডব্লিউএফপি’র কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ডোমেনিকো স্কালপেলি বিষয় দু'টিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবেন বলে জানান। এ সময় তিনি মন্ত্রীকে বিদ্যালয় পর্যায়ে ও রোহিঙ্গাদের জন্য তার সংস্থা খাদ্য কর্মসূচির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২০১১ সাল থেকে পরিচালিত স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম ও পরবর্তীতে রোহিঙ্গাদের জন্য ডব্লিউএফপি’র খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির প্রশংসা করেন।

 বাংলাদেশে জাতিসংঘের নারী প্রতিনিধি গীতাঞ্জলি সিংয়ের সাথে বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর সরকারের অর্জনের কথা তুলে ধরেন। তিনি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির চিত্রও তুলে ধরেন। এই উন্নয়নযাত্রায় বিশ্বস্ত অংশীদার হওয়ার জন্য ইউএন উইমেনের প্রশংসা করেন মন্ত্রী।

 বাংলাদেশে জাতিসংঘের নারী প্রতিনিধি গীতাঞ্জলি সিং বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের নারীদের সহযোগিতা বাড়ানোর আশ্বাস দেন এবং সরকারকে তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অভিনন্দন জানান। জাতিসংঘের নারী প্রতিনিধি এ সময় ২০২৫ সালে ‘বেইজিং ঘোষণার ত্রিশতম বার্ষিকী এবং ঐতিহাসিক রেজুল্যুশন ১৩২৫-এর রজতজয়ন্তী উদ্যাপন প্রস্ততির বিষয়েও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

#

আকরাম/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৮৩

**বিমানের বিভিন্ন উড়োজাহাজের ইঞ্জিন মেরামত,**

**ওভারহুইলিং ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আগ্রহী কানাডা**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ) :

 বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিভিন্ন উড়োজাহাজের ইঞ্জিন মেরামত, ওভারহুইলিং ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে কানাডা।

 আজ সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত লিলি নিকোলাস এই আগ্রহের কথা জানান।

 রাষ্ট্রদূত বলেন, আমরা বাংলাদেশের এভিয়েশন শিল্প বিশেষ করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চাই। কানাডা জি টু জি ভিত্তিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান কানাডিয়ান কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিমানের বিভিন্ন উড়োজাহাজের ইঞ্জিন মেরামত, ওভারহুইলিং ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করার বিষয়ে আগ্রহী।

 এছাড়াও, এ সময় রাষ্ট্রদূত অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক রুটে ব্যবহারের জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাছে আরও ড্যাশ-৮ উড়োজাহাজ বিক্রির বিষয়েও কানাডার আগ্রহের কথা জানান।

 প্রত্যুত্তরে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর হাতেগড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুনভাবে গড়ে তুলছেন। তাঁর আগ্রহে ইতোমধ্যেই বিমানের বহরে নতুন ও অত্যাধুনিক ১৫ টি উড়োজাহাজ যুক্ত হয়েছে। আমরা বিমানের বহর সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক রুট চালু করার বিষয়ে কাজ করছি। ইতোমধ্যেই বিমানের বহরে কানাডিয়ান কোম্পানি ডিহ্যাভিল্যান্ডের তৈরি তিনটি নতুন ড্যাশ-৮ উড়োজাহাজ যুক্ত হয়েছে। বিমানের কাছে উড়োজাহাজ বিক্রির বিষয়ে কানাডার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেলে বিমানের প্রয়োজন এবং দেশের মানুষের মঙ্গল বিবেচনায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

 ফারুক খান বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশেই বিমানের নিজস্ব প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের মাধ্যমে উড়োজাহাজের সি-চেক পর্যন্ত সকল টেকনিক্যাল কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। বিমানের বিভিন্ন উড়োজাহাজের ইঞ্জিন মেরামত ও ওভারহুইলিং এর বিষয়ে কানাডার প্রস্তাবের ওপর আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনাসাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

 এছাড়াও, এ সময় মন্ত্রী কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়া বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা প্রক্রিয়া আরো সহজ করার উদ্যোগ নেয়ার জন্য রাষ্ট্রদূতকে আহ্বান জানান।

#

তানভীর/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৩৭৮২

**ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের পর্যায়ক্রমে**

**ছুটি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হবে**

 **--সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ):

আসন্ন ঈদুল ফিতর-২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলো ঈদের দিনসহ এর পূর্বের ৭ দিন এবং পরের ৫ দিন সার্বক্ষণিক খোলা রাখতে এবং যানজটমুক্ত যাতায়াতের সুবিধার্থে গার্মেন্টসসহ সকল শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের পর্যায়ক্রমে ছুটি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

মন্ত্রী আজ বনানীস্থ বিআরটিএ’র সদর কার্যালয়ে আসন্ন ঈদুল ফিতর -২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সড়ক পথে যাত্রীসাধারণের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের এসব কথা জানান।

মন্ত্রী আরো জানান, ঈদের আগের ৩ দিন ও পরের ৩ দিন মহাসড়কে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও লরি চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য, পচনশীল দ্রব্য, গার্মেন্টস সামগ্রী, ঔষধ, সার এবং জ্বালানি বহনকারী যানবাহনসমূহ এর আওতামুক্ত থাকবে। জাতীয় মহাসড়ক ও করিডোরসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত ঈদের ৭ দিন আগে সম্পন্ন করতে হবে। সারাদেশে সম্ভাব্য যানজটের ১৫৫টি স্পট চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো ঈদের আগে এবং পরে মনিটরিং এর আওতায় আনতে হবে। এছাড়াও পণ্য পরিবহনকারী যানবাহনে যাত্রী বহন না করা, নির্দিষ্ট ২২টি সড়ক-মহাসড়কে থ্রি-হুইলার চলাচল নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে বলেও তিনি জানান।

সভা শেষে মন্ত্রী সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে চেক বিতরণ করেন।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি’র সভাপতিত্বে সভায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও মাদারীপুর-২ আসনের এমপি শাজাহান খান, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব **এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী,** সেতু বিভাগের সচিব মো. মনজুর হোসেন, বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, ডিএমটিসিএল’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন ছিদ্দিক, বিআরটিএ’র চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার, বিআরটিসি’র চেয়ারম্যান মোঃ তাজুল ইসলাম, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান, নিরাপদ সড়ক চাই এর চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান রাঙ্গা, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

ওয়ালিদ/পাশা/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৬৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৭৮১

**কক্সবাজারের সকল দপ্তর ও সংস্থার কাজে সমন্বয়ের নির্দেশ গণপূর্তমন্ত্রীর**

কক্সবাজার, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ):

কক্সবাজার জেলার সকল দপ্তর ও সংস্থার কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী যুদ্ধাহত র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী।

আজ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মালটিপারপাস হলে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর ও সংস্থার সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ নির্দেশ দেন।

মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট হতে পারতো। প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের অভাব এবং অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণের ফলে কক্সবাজার তার কাঙ্ক্ষিত জৌলুস হারিয়েছে। পরিকল্পিত উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কক্সবাজারকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয়, পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। সেজন্য কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক), স্থানীয় পৌরসভা, জেলা প্রশাসনসহ জেলায় কর্মরত সকল দপ্তর ও সংস্থার কাজে সমন্বয় প্রয়োজন। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, প্ল্যানার, সমাজবিজ্ঞানীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের পরামর্শ গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মন্ত্রী কউকের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের তালিকা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ দেন। মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে পরিবেশবান্ধব, আধুনিক ও পর্যটকবান্ধব কক্সবাজার গড়ে তুলতে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের নির্দেশ দেন। মাস্টার প্ল্যানে পরিকল্পনাবিদ, পরিবেশবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, জীববৈচিত্র্য বিশেষজ্ঞ ও সিভিল সোসাইটিসহ বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

মন্ত্রী বলেন, শুধু পরিকল্পিত স্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণ নয়, মেরিন রিসোর্স ও জীববৈচিত্র্য যেন বজায় থাকে মাস্টার প্ল্যানে তা নিশ্চিত করতে হবে। সমুদ্রের পানি দূষণরোধে স্থানীয় হোটেল, মোটেল ও রিসোর্টে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। দাপ্তরিক কাজে অহেতুক কালক্ষেপণ না করে নিষ্পত্তিযোগ্য কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান। দেশপ্রেমকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে জনকল্যাণে প্রত্যেকটি কাজ আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

মতবিনিময় সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন চট্টগ্রাম-১১ আসনের সংসদ সদস্য ও চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি এম এ লতিফ, এমপি।

কউক চেয়ারম্যান কমডোর (অব) মোহাম্মদ নূরুল আবছার এর সভাপতিত্বে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও গণপূর্ত কক্সবাজার জোন এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার-এর কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ দপ্তর ও সংস্থার চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম ও বিদ্যমান দাপ্তরিক সমস্যাদি সভাকে অবহিত করেন।

পরে মন্ত্রী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলার সকল দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

#

রেজাউল/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৭৩৫ঘণ্টা

Handout Number : 3780

**Forest must be seen as a resource, no infrastructure to be built in forest
 --- Environment and Forest Minister**

Dhaka, March 21, 2024:

 Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury said that forests must be seen as a resource. Forests can not be destroyed by building roads or any other infrastructure. He also said that laws are being made for forest conservation. Forest research will be increased. By working together, we can all make a beautiful Bangladesh to the future and present generations by conserving forests, wildlife and biodiversity.

 The Environment and Forest Minister said these as the chief guest at a discussion program organized by the Forest Department on Thursday on the occasion of the International Forest Day 2024 with the theme ‘Forests and Innovation: New Solutions for a Better World’.

 The Forest Minister said that afforestation and monitoring activities are being digitized. Successful forest monitoring and crime prevention is being done in the Sundarbans through the introduction of smart patrolling system. Mobile Apps are being prepared to get tickets and other services online for tourists in the Sundarbans and other protected areas. He mentioned that the existing laws, rules and regulations are being updated to achieve various targets.

 Addressing the forest department officials and employees, the minister assured that honesty is a great asset. Posting will be based on merit. Those who do good work will be recognized.

 Chief Forest Conservator Md. Amir Hossain Chowdhury presided over the occasion whereas Environment, Forest and Climate Change Secretary Dr. Farhana Ahmed, Additional Secretary (Administration) Iqbal Abdullah Harun; Aranyak Foundation Chairman Professor Dr. A. J. M. Manjur Rashid and SUFAL Project Director Gobinda Roy spoke among others.

#

Dipankar/Pasha/Sayeam/Mosharaf/Joynul/2024/1925 hour

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৩৭৭৯

**শীঘ্রই ‘প্রবাসী কল্যাণ সেল’ গঠন করা হবে**

 **- প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ):

প্রবাসী ও রেমিটেন্স যোদ্ধাদের সমস্যা সমাধানে শীঘ্রই ‘প্রবাসী কল্যাণ সেল’ গঠন হবে বলে জানিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী। জাতীয়, বিভাগীয় পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে ও উপজেলা পর্যায়ে পৃথক পৃথক কমিটি গঠনের মাধ্যমে এ সেল প্রবাসীদের সমস্যা তড়িৎগতিতে সমাধানে সর্বদা তৎপর থাকবে।

আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে লেসন লার্নিং ফরম দ্য স্ট্রেনদেন এন্ড ইনফরমেটিভ মাইগ্রেশন সিস্টেম (এসআইএমএস) প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

হ্যালভেটাস বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর বেনঞ্জামিন ব্লুলু মেন্থালের সভাপতিত্বে পার্লামেন্টারি ককাসের সদস্য তানভীর শাকিল জয়, জনশক্তি কমর্সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক সালেহ আহমদ মোজাফফর, বিভিন্ন এনজিও এর প্রতিনিধিসহ অন্যান্যরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পুরাতন আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ায় নতুন প্রজন্মের কাজে লাগছে না। তাই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আধুনিক যুগোপযোগী যন্ত্রপাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শুধুমাত্র প্রবাসীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেই হবে না, প্রশিক্ষকদেরও প্রতিনিয়ত আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমি আশা করছি, আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে কিছুদিনের মধ্যে আমাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ ঢেলে সাজাতে সক্ষম হব।

বিএমইটির ট্রেনিং প্রসঙ্গে প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএমইটির মাধ্যমে মাত্র তিনদিনের প্রি-ওরিয়েন্টেশন কোর্স করা হয়। দ্রুত এটা আরো বাড়ানো হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রবাসীদের মোটিভেশন কাজ করতে হবে। তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে কেন মানুষ বিদেশে যেতে চায়। বাংলাদেশে শিক্ষার হার বেড়েছে। সবাইকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রী চেস্টা করছে। তারপরও আরো কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নাই।

প্রবাসীদের কল্যাণে সরকার কী কী করছে তা জনগণ জানতে পারে না বলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি দেয় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। কল্যাণ বোর্ড প্রবাসীর পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ় করণের লক্ষ্যে তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের উন্নয়নে ও সহায়তায় ভাতা দেওয়া হয়। যা প্রবাসীর পরিবারের অর্থবহ ও টেকসই কল্যাণ নিশ্চতকল্পে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বলেন, মানুষকে জানতে হবে তাদের জন্য কী ধরণের সুযোগ সুবিধা আছে। বিদেশে যাওয়ার পরে তাকে কী করতে হবে, বিদেশে সে কী কী সুযোগ সুবিধা পাবে।দেশে ফেরত আসার পরে তার কী কী সুযোগ সুবিধা আছে। প্রধানমন্ত্রীর মহতী উদ্যোগ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। প্রবাসীদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

সভায় বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিদের বক্তব্য প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনাদের বক্তব্যে আমার অন্তরের কথা ফুটে উঠেছে। আপনাদের পরামর্শ যাতে কাজে লাগাতে পারি সে দিকে লক্ষ্যে রেখে আমরা কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করবো।

সভায় এসআইএমএস প্রকল্পের মাধ্যমে অভিবাসী সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়। এসকল প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা কাজে লাগাতে করণীয় নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উপর জোর দেন এখাতের সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ।

#

সৈকত/পাশা/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৬৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৩৭৭৮

**বনকে সম্পদ হিসেবে দেখতে হবে, বনের মধ্যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না**

 **--- পরিবেশ ও বন মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, বনকে সম্পদ হিসেবে দেখতে হবে। বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা বা অন্য কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করে বনের ধ্বংস করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে আইন করা হচ্ছে। বন বিষয়ক গবেষণা বাড়ানো হবে। বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সকলে মিলে কাজ করে ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবো।

আজ ‘সম্ভাবনায় বন, উদ্ভাবনায় বন’ প্রতিপাদ্যে আন্তর্জাতিক বন দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তরে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বনমন্ত্রী বলেন, বনায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে। সুন্দরবনে স্মার্ট প্যাট্রোলিং পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সফলভাবে বন পরিবীক্ষণ ও অপরাধ দমন করা হচ্ছে। সুন্দরবন ও অন্যান্য রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের জন্য টিকিট ও অন্যান্য সেবা অনলাইনে প্রাপ্তির লক্ষ্যে মোবাইল অ্যাপস প্রস্তুতের কার্যক্রম চলছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সরকার বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও নীতিমালাগুলো হালনাগাদ করা হচ্ছে। বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, সততা বড়ো সম্পদ, যোগ্যতার ভিত্তিতে পোস্টিং হবে। যারা ভালো কাজ করবেন তারা স্বীকৃতি পাবেন।

প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ; অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন; আরণ্যক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এ. জেড. এম মঞ্জুর রশীদ এবং সুফল প্রকল্পের পরিচালক গোবিন্দ রায় প্রমুখ বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশভোগীদের মাঝে চেক এবং আন্তর্জাতিক বন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ‘গাছ চেনা’ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

#

দীপংকর/পাশা/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৬৫০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৭৭

**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রীর সাথে সিআরপি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ) :

 আজ সচিবালয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসানের সাথে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র বা সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অভ্ দ্য প্যারালাইজড (সিআরপি) -এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। সিআরপি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ভেলরি এ টেইলর।

 সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকার। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি খেলাধুলার সুবিধা নিশ্চিতেও সরকার বদ্ধপরিকর। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় সংসদের পাশে একটি প্রতিবন্ধী স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হচ্ছে। সিআরপিতে যে সকল প্রতিবন্ধী রয়েছে তাদের খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।

 এ সময় সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ভেলরি এ টেইলর মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি সিআরপিতে নিয়মিত হুইলচেয়ার বাস্কেটবল ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা আয়োজন করা হয়। তিনি মন্ত্রীকে সাভার সিআরপিসহ সকল সিআরপি পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। মন্ত্রী পরিদর্শনের আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং জানান, ঈদের পরপরই তিনি প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে যাবেন এবং প্রতিবন্ধীদের খেলাধুলার উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

#

আরিফ/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৭৬

**আগামী ২৩ থেকে ২৫ মার্চ সাভার জাতীয়**

**স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ):

 মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য আগামী ২৩ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।

 ২৬ মার্চ প্রত্যূষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা স্মৃতিসৌধ ত্যাগ না করা পর্যন্ত সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।

 জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে ফুলের বাগান বা লনের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে সর্বসাধারণকে অনুরোধ এবং স্মৃতিসৌধের পবিত্রতা ও সার্বিক সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

#

এনায়েত/পাশা/সায়েম/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭০০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৭৫

**পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ দেখে পঙ্গু প্রতিবন্ধীর পাশে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ):

 ‘চার শিশু পুত্র, পঙ্গু স্ত্রী নিয়ে অথৈ সাগরে শফিকুল’ এই শিরোনামে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনির দৃষ্টিগোচর হয়।

 আজ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে সালমা আক্তারের কৃত্রিম পা হস্তান্তরিত হয়। এ সময় মন্ত্রী সালমা বেগমের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

 উল্লেখ্য, প্রকাশিত সংবাদ নজরে আসার পর মন্ত্রীর তাৎক্ষণিক নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন খবরের সূত্র ধরে শফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার পঙ্গু স্ত্রী সালমা আক্তারের জন্য শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ), সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে একটি কৃত্রিম পা তৈরি করে সংযোজনের ব্যবস্থা করে। এছাড়া জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন হতে সালমা আক্তারকে এককালীন ১০ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

 সালমা আক্তার নয়াপল্টনে রাস্তা পার হওয়ার সময় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় তার পা ভেঙে যায়, যা পরবর্তীতে কেটে ফেলতে হয়। তার স্বামী শফিকুল ইসলাম ঢাকা শহরে রিকশা চালান। তার গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলায়।

#

জাকির/পাশা/সায়েম/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৭৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৬ দশমকি শূন্য ২ শতাংশ। এ সময় ৪৮২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৬ হাজার ৫১৮ জন।

#

দাউদ/পাশা/সায়েম/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭৭৩

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

**আগামী ২৩ থেকে ২৫ মার্চ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ) :

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য আগামী ২৩ থেকে ২৫ মার্চ তারিখ পর্যন্ত স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।

২৬ মার্চ প্রত্যুষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা স্মৃতিসৌধ ত্যাগ না করা পর্যন্ত সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে ফুলের বাগান বা লনের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে সর্বসাধারণকে অনুরোধ এবং স্মৃতিসৌধের পবিত্রতা ও সার্বিক সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

এনায়েত/এনায়েত/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/কলি/মাসুম/২০২৪/১৪৫৬ ঘণ্টা

Handout Number : 3772

South Korean Ambassador called on Environment Minister

**MoU to sign with South Korea on carbon markets**

 **- Environment Minister**

Dhaka, 21 March:

Today in Dhaka a Memorandum of Understanding pertaining to Article 6, which regulates carbon markets under the Paris Agreement, is ready and should be finished within two months, according to Minister of the Environment, Forests, and Climate Change Saber Hossain Chowdhury. The signed Memorandum of Understanding regarding Article 6 will strengthen this collaboration and advance efforts to combat climate change.

Following crucial conversations with South Korean Ambassador to Bangladesh Park Young-sik in his office room at the Bangladesh Secretariat, the Environment Minister made this statement to media representatives today.

The environment minister reported that they discussed the Paris Agreement's instruments for cooperation and the trading of carbon credits. They also talked about getting the private sector involved in investments and environmental efforts. Conversations over South Korea's fiscal.

#

Dipankar/Kamruzzaman/Fatema/Paban/Ali/Asma/2024/1500 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৭১

উত্তরায় রাজউক খালে ডিএনসিসির মশা নিধন ও পরিষ্কার কার্যক্রম

**মশা নিধনের লক্ষ্যে ডিএনসিসির খাল না হওয়া সত্ত্বেও আমরা পরিষ্কার করছি**

 **- ডিএনসিসি মেয়র**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ) :

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম বলেছেন, ‘কিউলেক্স মশা নিধনে আমরা খাল পরিষ্কার কার্যক্রম শুরু করেছি। উত্তরার রাজউক খালে প্রচুর কচুরিপানা যার ফলে উত্তরা এলাকায় কিউলেক্স মশা ব্যাপক বেড়ে গেছে। এই খালটির মালিকানা রাজউকের (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)। আজকে এসে জানতে পারলাম এটিতে ওয়াসারও মালিকানা আছে। আমি অনেকবার বলেছি, খালটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে হস্তান্তর করে দেয়ার জন্য। কিন্তু এখনো খালটি হস্তান্তর করা হয়নি। এই এলাকায় নিয়মিত ওষুধ ছিটালেও, খালের কচুরিপানা থেকে প্রচুর মশা জন্মায়। স্থায়ী সমাধানের জন্য খাল পরিষ্কারের কোনো বিকল্প নেই। তাই মশা নিধনের লক্ষ্যে ডিএনসিসির খাল না হওয়া সত্ত্বেও আমরা পরিষ্কার করছি।’

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে ডিএনসিসি মেয়র বলেন, ঢাকা শহরে সাধারণত কিউলেক্স ও এডিস এই দু’ধরনের মশা বেশি দেখা যায়। কিউলেক্স মশার কামড়ে মানুষের মৃত্যু হয় না। কিন্তু এডিস মশার কামড়ে মানুষের মৃত্যু ঝুঁকি আছে। এডিস মশা মানুষের বাসা-বাড়ি, অফিস আদালতের জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে জন্মে। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য যার যার ঘর-বাড়ি, অফিস, আদালত তাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। কারো বাড়ির ছাদে পানি জমে আছে কিনা, বারান্দায় নারিকেলের খোসা, রঙের কৌটা, অব্যবহৃত টায়ার পড়ে আছে কিনা, ভবনের বেজমেন্টে গাড়ির গ্যারেজে পানি জমে আছে কিনা এগুলো দেখা আমাদের একার পক্ষে সম্ভব না। এগুলো নিজেদের দায়িত্ব।

গতকাল রাজধানীর উত্তরা ১২নং সেক্টরের রাজউক খালে ডিএনসিসি কর্তৃক মশক নিধন ও পরিষ্কার কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন। পরিদর্শনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। শুরুতে ডিএনসিসি মেয়র ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী খালের পাড় দিয়ে হেঁটে খালের কিছু অংশ ঘুরে দেখেন। এসময় তারা খালের কচুরিপানায় ব্যাপক কিউলেক্স মশা দেখতে পান।

সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে মেয়র বলেন, আমরা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ঈদের পর থেকেই ব্যাপকভাবে ক্যাম্পেইন শুরু করবো। গত বছর মশার লার্ভা নিধনের জৈব কীটনাশক বিটিআই (বাসিলাস থুরিনজেনসিস ইসরায়েলেনসিস) আমিদানির উদ্যোগ নিয়েছিলাম কিন্তু আপনারা জানেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের জালিয়াতির কারণে সেটি ব্যবহার করা যায়নি। তাই এবার আমরা সিটি কর্পোরেশন থেকে সরাসরি বিটিআই আমদানি করছি। আশা করছি আগামী দু’মাসের মধ্যে বিটিআই নিয়ে আসবো। ওষুধ ছিটানোর জন্য অত্যাধুনিক মেশিনও (হুইলবারো মেশিন) আনার প্রক্রিয়া চলছে। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আমরা বর্ষার আগেই প্রস্তুতি নিয়েছি।

#

মকবুল/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/কলি/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭৭০

**যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা না পাওয়ায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুহার বেশি**

 **-ঢাদসিক মেয়র**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ):

যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা না পাওয়ায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুহার অনেক বেশি বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ঢাদসিক) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

গতকাল ঢাকায় ভূতের গলি সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে ঢাদসিক মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এ মন্তব্য করেন।

মতবিনিময়কালে ডেঙ্গুরোগে আক্রান্ত রোগী ও মৃত্যুহার নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ তাপস বলেন, গতবছর অনেক রোগীদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে বাসায় গিয়ে চিকিৎসা করলেও চলবে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে সেই রোগীর পরিস্থিতি আরো বেশি খারাপ হয়েছে। ফলশ্রুতিতে পরে রোগী যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তখন তাকে সেভাবে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া যায় না। এতে করে মৃত্যুর হার বেড়ে যাচ্ছে।

ঢাদসিক মেয়র ব্যারিস্টার শেখ তাপস এসময় পৃথিবীর অনেক দেশের তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে আরো বলেন, ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারাবিশ্বে বিশেষ করে, যে সকল দেশে মৌসুমী বৃষ্টি হয় তথা বর্ষাপ্রবণ অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এডিস মশা বেশি হয়। সেসব দেশের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি, তাদের তুলনায় আমাদের ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে রোগীরা স্বাস্থ্যসেবাটা সঠিকভাবে পাচ্ছে না। ২০১৯ সালে ঢাকা শহরে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৫৫ হাজারের মতো হলেও মৃত্যু হয়েছিল ২০০ এর নিচে। গতবছর ঢাকা শহরে রোগীর সংখ্যা ছিলো ১ লাখ ১০ হাজার। কিন্তু মৃত্যু ১ হাজার ৭০০ এর বেশি। পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে, স্বাস্থ্যসেবাকে আমাদের আরো গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা রোগীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করব। আমাদেরকে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে একটি মৃত্যুও না ঘটে। বিশেষ করে আমরা গত বছর লক্ষ্য করেছি, ছোট্ট শিশুরা অনেক বেশি আক্রান্ত হয়েছে এবং অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছে। এটা আসলে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আক্রান্ত ও মৃত্যুহার কমাতে আমাদেরকে যৌথভাবে আরো সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে ঢাদসিক মেয়র এসময় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে আরো বেশি কঠোরতা দেখানো হবে বলে জানান।

এসময় অন্যান্যের মাঝে ঢাকা-৪ আসনের সংসদ সদস্য ড. আওলাদ হোসেন, কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান, সচিব আকরামুজ্জামান, প্রধান প্রকৌশলী আশিকুর রহমান, অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, অঞ্চল-৫ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন সরকার, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নারগিস মাহতাব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছের/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৯

**মরহুম রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের আদর্শ যুগ যুগ ধরে নেতাকর্মীদের প্রেরণা যোগাবে**

 **- ধর্মমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ) :

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের আদর্শ যুগ যুগ ধরে নেতাকর্মীদের প্রেরণা যোগাবে।

আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় ধর্মমন্ত্রী একথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মরহুম জিল্লুর রহমান ছিলেন একজন আপাদমস্তক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের যতগুলো স্তর রয়েছে সবগুলো স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ভাষাসৈনিক, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং অহিংস রাজনীতির অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

মরহুম জিল্লুর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ প্রতিটি গণআন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে থেকে জিল্লুর রহমান সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। মুজিবনগর সরকার পরিচালিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা এবং জয় বাংলা পত্রিকার প্রকাশনার সাথেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর চার বছর কারাগারে ছিলেন জিল্লুর রহমান। জেল থেকে বেরিয়ে দলের হাল ধরেছিলেন তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিলো দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং সেটা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছিলেন। তিনি দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তিনি রাজনীতি করে গেছেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা জাতি আজীবন মনে রাখবে।

মৃত্যুবার্ষিকী পালন কমিটির সভাপতি এম এ করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী। এতে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান ও কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুস শহীদ।

#

সিদ্দীক/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/আলী/আসমা/২০২৪/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭৬৮

**এবছরের ফিতরা জনপ্রতি সর্বোচ্চ ২৯৭০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১১৫ টাকা**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ) :

 ১৪৪৫ হিজরি সনের সাদাকাতুল ফিতর-এর হার জনপ্রতি সর্বোচ্চ ২ হাজার ৯৭০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররম সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফিতরা নির্ধারণ কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় ফিতরা নির্ধারণ কমিটির সভাপতি ও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

 সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ইসলামী শরীয়াহ্ মতে, আটা, যব, কিসমিস, খেজুর ও পনির ইত্যাদি পণ্যগুলোর যেকোন একটি দ্বারা ফিতরা প্রদান করা যায়। গম বা আটা দ্বারা ফিতরা আদায় করলে অর্ধ সা‘ বা ১ কেজি ৬শ’ ৫০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ১১৫ (একশ পনের) টাকা প্রদান করতে হবে। যব দ্বারা আদায় করলে এক সা‘ বা ৩ কেজি ৩শ’ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ৪০০ (চারশত) টাকা, খেজুর দ্বারা আদায় করলে এক সা’ বা ৩ কেজি ৩শ’ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ২ হাজার ৪৭৫ টাকা, কিসমিস দ্বারা আদায় করলে এক সা‘ বা ৩ কেজি ৩শ’ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ২ হাজার, ১৪৫ টাকা ও পনির দ্বারা আদায় করলে এক সা‘ বা ৩ কেজি ৩শ’ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ২ হাজার ৯৭০ টাকা ফিতরা প্রদান করতে হবে। দেশের সকল বিভাগ থেকে সংগৃহীত আটা, যব, খেজুর, কিসমিস ও পনিরের বাজার মূল্যের ভিত্তিতে এই ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে। মুসলমানগণ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উপর্যুক্ত পণ্যগুলোর যেকোন একটি পণ্য বা এর বাজার মূল্য দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত পণ্যসমূহের স্থানীয় খুচরা বাজার মূল্যের তারতম্য রয়েছে। তদনুযায়ী স্থানীয় মূল্যে পরিশোধ করলেও ফিতরা আদায় হবে।

সভায় কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রধান মুফতি মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, জামিয়া শরইয়্যাহ এর মুহাদ্দিস মুফতি আবদুস সালাম, সার্কিট হাউস জামে মসজিদের খতিব মুফতি মাওলানা আরিফ উদ্দীন মারুফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. সৈয়দ শাহ এমরান, মোঃ আনিছুর রহমান সরকার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফাসসির ড. মাওলানা মুহাম্মদ আবু সালেহ পাটোয়ারী, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি মোঃ মিজানুর রহমানসহ বিশিষ্ট ওলামায়ে-কেরামগণ উপস্থিত ছিলেন। (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

#

শারমীন/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১৩১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৭

টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি আগামীকাল ২২ মার্চ স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

২২ মার্চ ২০২৪ বিশ্ব পানি দিবস, এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "Water for Peace" “শান্তির জন্য পানি”-পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

#

সুজিত/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/কলি/আসমা/২০২৪/১১৪৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৬

**বিশ্ব পানি দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা,** ৭ চৈত্র **(**২১ মার্চ**) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২২ মার্চ‘বিশ্ব পানি দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্ব পানি দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে আমি নদীমাতৃক বাংলাদেশের সকল জনগণ ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। বিশ্ব পানি দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য- ‘Water for peace’ যা সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

‘পানি’ শান্তি কিংবা সংঘাত ঘটাতে পারে। পানির অসম বণ্টন বা দুষ্প্রাপ্যতা উত্তেজনা ও সংঘাত সৃষ্টি করে। সুষম পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের সমৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজতর হলে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ এবং পানিসম্পদের ওপর এর প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক শান্তি রক্ষার লক্ষ্যে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানির প্রতিটি ফোঁটার সর্বোত্তম ব্যবহারই নিশ্চিত করতে পারে পানির সর্বজনীন ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই উন্নয়ন একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। আবহমানকাল হতে পানি আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। তাই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পানিসম্পদকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পানির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনাই আমাদের জলবায়ু ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করাসহ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

বাংলাদেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণু বদ্বীপ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সরকার ‘বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ প্রণয়ন করেছে। অভিযোজনভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক এ মহাপরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করে পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ উন্নয়নের অঞ্চলভিত্তিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার শৃঙ্খলা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পানি আইন, জাতীয় পানি নীতি ও পানি বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নদী ব্যবস্থাপনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। এছাড়া, ডিজিটাল পদ্ধতিতে বন্যার পূর্বাভাস সম্বলিত প্লাবন মানচিত্র ও আগাম সতর্কবার্তা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে, যা স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।

পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়তে সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘বিশ্ব পানি দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/কলি/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭৬৫

**বিশ্ব পানি দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৭ চৈত্র (২১ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২২ মার্চ ‘বিশ্ব পানি দিবস- ২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ‘বিশ্ব পানি দিবস- ২০২৪’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মানুষসহ পৃথিবীর প্রাণীকূলের জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত, বিশুদ্ধ, নিরাপদ ও সুপেয় পানি অপরিহার্য। দুষ্প্রাপ্যতা ও দূষণের ফলে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ পর্যাপ্ত এবং সুপেয় পানির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পানির সুষম প্রাপ্যতা নিশ্চিতে পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎস হতে ভোক্তা অবধি পানির ন্যায়সঙ্গত বণ্টন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং পানি সম্পদের পরিমিত ব্যবহার, সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। বৈশ্বিক স্থিতাবস্থা, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে পানির অপরিহার্য ভূমিকার বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ব পানি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য- ‘Water For Peace’ অর্থাৎ ‘শান্তির জন্য পানি’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানামুখী চাহিদা পূরণসহ কৃষিকাজ, পরিবহন, মৎস্য উৎপাদন এবং নগরায়ণ ও শিল্পায়নের জন্য পানির বিকল্প নেই। পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকার নদী ড্রেজিং ও ৬৪টি জেলায় খাল পুনঃখননের মাধ্যমে পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন জলাধার নির্মাণের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়াও সরকার নদী তীর সংরক্ষণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ পানির পরিকল্পিত ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আমি ব্যক্তি পর্যায়ে ও সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাই।

আমি ‘বিশ্ব পানি দিবস- ২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/মাসুম/২০২৪/১০২৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ